Bengali: Easy-to-Read Version

Language: বাংলা (Bengali)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy

Taken from the Bengali: Easy-to-Read Version © 2001, 2016 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.
9c530795-7893-5768-8bb6-58791486713d
ISBN: 978-1-5313-1309-8

ইষ্রা

কোরস বন্দীদের ফিরতে সাহায্য করলেন

১ ১ পারস্যের রাজা কোরসের রাজত্বের প্রথম বছরে *প্রভু একটি ঘোষণা করবার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করলেন। কোরস
সেই ঘোষণাটি লিখিয়ে নিলেন এবং তাঁর রাজ্যের সব জায়গায় সেটি পড়াবার ব্যবস্থা করলেন। যিরমিয়র মুখ দিয়ে বলা
প্রভুর এই বার্তাটি যাতে প্রচার হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা হল। ঘোষণাটি এইরূপ:
২ "পারস্যের রাজা কোরসের কাছ থেকে:
স্বর্গের প্রভু আমায় পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য উপহার দিয়েছেন। যিহূদা দেশের জেরুশালেমে তাঁর জন্য একটি মন্দির
নির্মাণের নিমিত্ত তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন। ৩ যদি তোমাদের মধ্যে তাঁর কোন লোক বাস করে তবে তারা যেন তাদের
যিহূদা দেশের জেরুশালেম শহরে গিয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, প্রভুর জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করে যেটি জেরুশালেমে
আছে। প্রভু তাদের আশীর্বাদ করুন। ৪ সমস্ত জায়গায় যেখানে বেঁচে যাওয়া ইস্রায়েলীয়রা বাস করে তাদের সেখানকার
অধিবাসীদের সমর্থন অবশ্যই পাওয়া দরকার। জেরুশালেমে ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের জন্য প্রত্যেককে তাদের সোনা,
রূপো, গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করতে হবে।"
৫ তখন যিহূদা ও বিন্যামীন উপজাতির পরিবারের অধিনায়করা প্রভুর মন্দির নির্মাণের জন্য জেরুশালেমে যেতে প্রস্তুত
হল। অন্যান্য লোকরাও, যারা ঈশ্বরের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল, তারাও তাদের সঙ্গে যোগদান করতে প্রস্তুত হল। ৬ এই
কাজের জন্য তাদের প্রতিবেশীরা সকলেই মুক্তহস্তে তাদের সোনা, রূপো, গবাদি পশুসহ আরো অন্যান্য বহুমূল্য উপহার
দান করল। ৭–৮ যে সমস্ত জিনিষ মূলতঃ জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরে ছিল সেগুলিও পারস্য-রাজ কোরস সেখান থেকে বার
করে আনলেন। এই জিনিষগুলি রাজা নবূখদ্নিৎসর বার করে নিয়ে এসে তাঁর মন্দিরে মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে রেখেছিলেন। রাজা
কোরস তাঁর কোষাধ্যক্ষ মিত্রদাতের হাত দিয়ে সেই সমস্ত সামগ্রী বার করে ইহুদী নেতা শেশবসরের হাতে প্রভুর মন্দিরের
জন্য তুলে দিলেন।
৯ মিত্রদাত যে সমস্ত সামগ্রী এনেছিলেন তার মধ্যে ছিল: সোনার থালা ৩০, রূপোর থালা ১০০০, ছুরি এবং চাটুসমূহ
২৯, ১০ সোনার বাটি ৩০, ঠিক সোনার বাটির মত রূপোর বাটি ৪১০, এবং অন্যান্য পাত্র ১০০০।
১১ সেখানে সব সমেত ৫৪০০ টি সোনার এবং রূপোর জিনিষ ছিল। যে সমস্ত বন্দী বাবিল ছেড়ে জেরুশালেমে ফিরে যাচ্ছিল
তাদের সঙ্গে শেশ্বসর এই সমস্ত জিনিষ এনেছিলেন।

ফিরে আসা বন্দীদের তালিকা

২ ১ বাবিলের রাজা নবূখদ্নিৎসর যাদের বন্দী করেছিলেন, তারা জেরুশালেম এবং যিহূদায় যে যার নিজের নগরে ফিরে গেল।
২ এরা সকলে সরুব্বাবিল, যেশূয়, নহিমিয়, সরায়, রিয়েলায়, মর্দখয়, বিলশন, মিস্পর, বিগরয়, রহূম ও বানাদের সঙ্গে
প্রত্যাবর্তন করল। যারা ইস্রায়েলে ফিরেছিল তাদের তালিকাটি নিম্নরূপ:
৩ পরোশের উত্তরপুরুষ ২১৭২
৪ শফটিয়ের উত্তরপুরুষ ৩৭২
৫ আরহের উত্তরপুরুষ ৭৭৫
৬ যেশূয় এবং যোয়াব পরিবারের পহৎ-মোয়াবের উত্তরপুরুষ ২৮১২
৭ এলমের উত্তরপুরুষ ১২৫৪
৮ সত্তূর উত্তরপুরুষ ৯৪৫
৯ সক্কয়ের উত্তরপুরুষ ৭৬০
১০ বানির উত্তরপুরুষ ৬৪২
১১ বেবয়ের উত্তরপুরুষ ৬২৩
১২ অসগদের উত্তরপুরুষ ১২২২
১৩ অদোনীকামের উত্তরপুরুষ ৬৬৬
১৪ বিগবয়ের উত্তরপুরুষ ২০৫৬
১৫ আদীনের উত্তরপুরুষ ৪৫৪

---

*১:১ প্রথম বছর অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫৩৮.

১৬ যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের উত্তরপুরুষ ৯৮
১৭ বেৎসয়ের উত্তরপুরুষ ৩২৩
১৮ যোরাহের উত্তরপুরুষ ১১২
১৯ হশুমের উত্তরপুরুষ ২২৩
২০ গিব্বরের উত্তরপুরুষ ৯৫
২১ বৈৎলেহেম শহরের ১২৩
২২ নটোফা শহরের ৫৬
২৩ অনাথোত শহরের ১২৮
২৪ অস্মাবত শহরের ৪২
২৫ কিরিয়ৎ-আরীম, কফীরা ও বেরোত শহরের ৭৪৩
২৬ রামা ও গেবা শহরের ৬২১
২৭ মিকমস শহরের ১২২
২৮ বৈথেল ও অয় শহরের ২২৩
২৯ নবো শহরের ৫২
৩০ মগবীশ শহরের ১৫৬
৩১ এলম নামে একটি শহরের ১২৫৪
৩২ হারীম শহরের ৩২০
৩৩ লোদ, হাদীদ ও ওনো শহরের ৭২৫
৩৪ যিরিহো শহরের ৩৪৫
৩৫ সনায়া শহরের ৩৬৩০
৩৬ যাজকদের মধ্যে ছিলেন:
যেশূয় পরিবারের যিদয়িয়ের উত্তরপুরুষ ৯৭৩
৩৭ ইম্মেরের উত্তরপুরুষ ১০৫২
৩৮ পশহূরের উত্তরপুরুষ ১২৪৭
৩৯ হারীমের উত্তরপুরুষ ১০১৭
৪০ লেবীয় পরিবারগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে যারা ছিল তারা হল:
হোদবিয়ের পরিবারের মাধ্যমে যেশূয় ও কদমীয়েলের উত্তরপুরুষ ৭৪
৪১ আসফের গায়কবর্গের মধ্যে ১২৮
৪২ মন্দিরের দ্বারপালের উত্তরপুরুষের মধ্যে
শল্লূম, আটের, টলমোন, অক্কূব, হটীটা এবং শোবয়ের উত্তরপুরুষের ১৩৯
৪৩ মন্দিরের সেবা-দাসদের উত্তরপুরুষের মধ্যে ছিলেন:
সীহ, হসূফা ও টব্বায়োতের উত্তরপুরুষরা,
৪৪ কেরোস, সীয় ও পাদোনের সন্তানরা,
৪৫ লবানা, হগাব ও অক্কূবের সন্তানরা,
৪৬ হাগব, শল্ময় ও হাননের সন্তানরা,
৪৭ গিদ্দেল, গহর ও রায়ার সন্তানরা,
৪৮ রৎসীন, নকোদর ও গসমের সন্তানরা,
৪৯ উষ, পাসেহ ও বেষয়ের সন্তানরা,
৫০ অস্না, মিয়ূনীম ও নফূষীমের সন্তানরা,
৫১ বক্বূক, হকূফার ও হর্হূরের সন্তানরা,
৫২ বসলূত, মহীদা ও হর্শার সন্তানরা,
৫৩ বর্কোস, সীষরা ও তেমহের সন্তানরা,
৫৪ নৎসীহ ও হটীফার সন্তানরা।
৫৫ শলোমনের ভৃত্যদের উত্তরপুরুষরা ছিল:
সোটয়, হসসোফেরত ও পরূদা।
৫৬ যালা, দর্কোন ও গিদ্দেল,

৫৭ শফটিয়, হটীল, পোখেরৎ-হৎসবায়ীমের এবং আমীর সন্তানগণ।
৫৮ মন্দিরের সেবা-দাসরা এবং শলোমনের ভৃত্যদের উত্তরপুরুষরা ৩৯২
৫৯ তেল্-মেলহ্, তেল হর্শা, করূব, অদ্দন ও ইম্মের নগর থেকে জেরুশালেমে এসেছিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা, কিন্তু তারা
ইস্রায়েলের পরিবারবর্গের পরিবার ছিল কিনা তা প্রমাণ করতে পারল না।
৬০ দলায়, টোবিয় ও নকোদের উত্তরপুরুষ ৬৫২
৬১ হবায়, হক্কোস ও বর্সিল্লয় যাজক পরিবারের উত্তরপুরুষ।
(যদি কোন পুরুষ গিলিয়দের বর্সিল্লয় কন্যাকে বিয়ে করত, তাহলে সেই পুরুষটিকে বলা হত বর্সিল্লয়ের উত্তরপুরুষ।)
৬২ এরা সকলেই তাদের পরিবারের ইতিহাস স্থাপন করবার চেষ্টা করল। যেহেতু যাজক তালিকায় এদের পূর্বপুরুষদের
নামোল্লেখ ছিল না, সেহেতু তাদের পূর্বপুরুষরা সত্যিই যাজক ছিলেন কিনা তা তারা প্রমাণ করতে পারল না। তাই তারাও
যাজক হিসেবে কাজ করবার অনুমতি পেল না। ৬৩ রাজ্যপাল তাদের আদেশ দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন যাজক ঊরীম
এবং তুম্মীম দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত না জানাতে পারে ততক্ষণ তারা যেন পবিত্র খাদ্য গ্রহণ না করে।
৬৪–৬৫ যারা ফিরে এল তাদের মধ্যে ৪২,৩৬০ জন ব্যক্তি ছিল। এছাড়াও তাদের সঙ্গে ছিল ৭৩৩৭ জন পুরুষ ও নারী
ভৃত্য, ২০০ জন গায়ক ও গায়িকা। ৬৬–৬৭ তাদের ৭৩৬টি ঘোড়া, ২৪৫টি খচ্চর, ৪৩৫টি উট ও ৬৭২০টি গাধা ছিল।
৬৮ তারা যখন জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরে এসে পৌঁছল তখন পরিবারের কর্তারা, প্রভুর মন্দির নির্মাণের জন্য উপহারগুলি
দান করলেন। ৬৯ এই উপহারের মধ্যে ছিল ১১০০ পাউণ্ড সোনা, ৩ টন রূপো ও যাজকদের পরিবারের জন্য ১০০টি অঙ্গরক্ষক
বস্ত্র। আগে যেখানে প্রভুর মন্দিরটি ছিল সেইখানেই তারা মন্দিরটি নির্মাণ করবে।
৭০ এই কাজের জন্য যাজকগণ, লেবীয় ও অন্যান্য ব্যক্তিরা জেরুশালেমের কাছাকাছি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করল। এই
দলের মধ্যে মন্দিরের দ্বাররক্ষী, গায়কবর্গ, ও সেবাদাসরা ছিল। ইস্রায়েলের অন্যান্য ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ শহরে
বাসা বাঁধলো।

বেদীর পুনর্নির্মাণ

৩ ১ যে সমস্ত ইস্রায়েলীয় ফিরে এসেছিল এবং নিজেদের শহরে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা সবাই সপ্তম মাসে এক জাতি
হিসেবে জেরুশালেমে একত্রিত হল। ২ তারপর যোষাদকের পুত্র যেশূয় এবং তাঁর সঙ্গের যাজকগণ, শল্টীয়েলের পুত্র
সরুব্বাবিল ও তাঁর সঙ্গের লোকরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য একটি বেদী নির্মাণ করলেন। ঈশ্বরের দাস মোশি যে ভাবে
বর্ণনা করেছিলেন, বেদীটি সে ভাবেই বানানো হল।
৩ যদিও তারা কাছাকাছি বাস করত এমন অন্য জাতির লোকদের ভয় করত, তবুও তারা যজ্ঞবেদীটি পুরানো ভিত্তির ওপরই
তৈরী করেছিল এবং তার ওপর নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছিল। তারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করত। ৪ এরপর তারা
মোশির আদেশ অনুসারে কুটিরপর্ব উৎসব পালন করল। তারা উৎসবের প্রতিটি দিন ঠিক সংখ্যক হোমবলি উৎসর্গ করল।
৫ তারপর তারা প্রতিদিন নিত্য হোমবলি উৎসর্গ করা শুরু করল, এবং অমাবস্যার উৎসবের জন্য, অন্যান্য সমস্ত ছুটির দিনের
জন্য এবং ঈশ্বরের আদেশকৃত উৎসবের দিনগুলোর জন্য উৎসর্গ করতে লাগল। লোকরা প্রভুকে বিশেষ উপহারগুলোর মধ্যে
যে কোন উপহার দিতে শুরু করল যা তারা প্রভুকে দিতে চাইত। ৬ মন্দির পুনর্নির্মাণ শুরু না হওয়া সত্ত্বেও সপ্তম মাসের
প্রথম দিন থেকে ইস্রায়েলের লোকরা প্রভুকে উপহার উৎসর্গ করতে শুরু করল।

মন্দির পুনর্নির্মাণ

৭ তারপর তারা পাথর কাটুরে ও ছুতোরদের পয়সা দিল। এবং তারা সোরীয় ও সীদোনীয়দের জাহাজে করে লিবানোন থেকে
সমুদ্র তীরবর্ত্তী যাফো নগর পর্যন্ত এরস কাঠ আনবার জন্য খাদ্য, দ্রাক্ষারস ও জলপাই তেল দিল। পারস্যের রাজা কোরস
তাদের এইসব করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।
৮ জেরুশালেমে ফিরে আসার পর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসে শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল, যোষাদকের পুত্র যেশূয়
ও তাঁদের ভাইরা, যাজকগণ, লেবীয়গণ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যাঁরা বন্দীদশা থেকে জেরুশালেমে ফিরে এসেছিলেন তাঁরা মন্দির
নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। তাঁরা ২০ বছর এবং তার চেয়ে বেশী বয়স্ক লেবীয়দের মন্দির নির্মাণের তৎত্বাবধানের জন্য
বেছে নিলেন। ৯ যাঁরা মন্দির নির্মাণ কাজের তৎত্বাবধান করেছিলেন তাঁরা হলেন: যেশূয় ও তাঁর পুত্ররা, কদ্মীয়েল ও তাঁর
পুত্ররা (যিহূদার উত্তরপুরুষ), লেবীয় হেনাদদের পুত্রগণ ও তাঁদের ভাইরা। ১০ যখন সহপতিরা প্রভুর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন
করলেন, তখন যাজকরা পূর্নপরিচ্ছদ পরে শিঙা বাজালেন: আসফের সন্তানরা তাঁদের খোল কর্তাল নিলেন এবং ইস্রায়েলের
রাজা দায়ূদের আদেশানুসারে প্রভুকে প্রশংসা করবার জন্য তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালেন। ১১ এক সঙ্গে প্রভুর প্রশংসা
করতে করতে এবং প্রভুকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁরা গাইলেন,
"প্রভু ভালো!

তাঁর প্রকৃত প্রেম চিরকাল অব্যাহত থাকে।”
তারপর সমস্ত লোক একটি বিরাট চিৎকার করে হর্ষধ্বনি করে উঠল এবং তারা প্রভুর প্রশংসা করল কারণ প্রভুর মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হয়ে গেল।

১২ তখন আগেকার সুন্দর পুরানো মন্দিরের কথা স্মরণ করে বহু বয়স্ক লোক, যাজক অথবা লেবীয়দের গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। অন্যরা যখন আনন্দ ও কোলাহল করছিল তখন তারা কাঁদছিল। ১৩ সেই আনন্দ ও কোলাহলের ধ্বনি বহুদূর থেকেও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এত জোরে শব্দ হচ্ছিল যে যারা দূর থেকে তা শুনছিল তারা বুঝতে পারছিল না সেটা আনন্দের শব্দ না কান্নার।

মন্দির পুনর্নির্মাণের বিপক্ষে শত্রুদল

৪ ১–২ অন্য দেশের বহু লোক যাঁরা ঐ অঞ্চলে বাস করতেন তাঁরা যিহূদা ও বিন্যামীনের লোকদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁরা শুনতে পেলেন যে যারা বন্দীদশা থেকে ঐ অঞ্চলে ফিরে এসেছে তারা প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করছে। তাই তাঁরা সরুব্বাবিল ও পিতৃকুলপতিদের কাছে এলেন এবং বললেন, “নির্মাণের কাজে আমাদের যোগ দিতে দাও। আমরা তোমাদেরই মত। যখন থেকে অশূর রাজা এসর-হদ্দোন আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন তখন থেকে আমরা তোমাদের প্রভুকে হোমবলি উৎসর্গ করছি।”

৩ সরুব্বাবিল, যেশূয় ও ইস্রায়েলের অন্যান্য পিতৃকুলপতিরা তাঁদের বললেন, “না, তোমরা আমাদের সঙ্গে মন্দির নির্মাণ করতে পার না। রাজা কোরসের আদেশ অনুযায়ী ইস্রায়েলের প্রভুর মন্দির নির্মাণের কাজ একমাত্র আমরাই সম্পন্ন করতে পারি।”

৪ একথা শুনে এইসব ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা যিহূদার লোকদের নিরুৎসাহ করবার চেষ্টা করলেন এবং তাদের নির্মাণের কাজ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন। ৫ ওইসব শত্রুরা মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ করবার নিমিত্ত নানা রকম সমস্যা সৃষ্টির জন্য সরকারী কর্মচারীদেরও ভাড়া করে এনেছিলেন। পারস্য-রাজ কোরসের রাজত্বকাল থেকে শুরু করে পারস্য-রাজ দারিয়াবসের রাজত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত এই প্রতিকুল অবস্থা চলেছিল।

৬ এমনকি ইহুদীদের নিবৃত্ত করার জন্য তাঁরা রাজা কোরসকে বেশ কিছু অভিযোগাত্মক চিঠিও লিখেছিলেন। অহশ্বেরশর যে বছরে পারস্যের রাজা হলেন সেই বছরে শত্রুরা তাঁকেও একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

জেরুশালেম পুনর্নির্মাণের বিরুদ্ধে শত্রুদল

৭ অর্তক্ষস্ত যখন পারস্যের রাজা হলেন, তখন এইসব ব্যক্তিরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে তাঁকে আর একটি চিঠি লিখেছিলেন। বিশ্লম, মিত্রদাৎ, টাবেল ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা অরামীয় ভাষায় এই চিঠি রচনা করেছিলেন।

৮ তারপর সেনাপতি রহূম এবং সচিব শিমশয় রাজা অর্তক্ষস্তের কাছে জেরুশালেমের লোকদের বিরুদ্ধে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁরা এইরূপ লিখেছিলেন:

৯ সেনাপতি রহূম এবং সচিব শিমশয় এবং টর্পলীয়, পারস্য, অর্কবীয় ও বাবিলীয় গণের বিচারকবর্গ, গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী এবং এলমীয় লোকদের শূশন্খীয় লোকদের কাছ থেকে ১০ এবং অন্যান্য লোকদের যাদের মহামহিম অস্নপ্পর শমরিয়া নগরে এবং ফরাৎ নদীর পশ্চিমপারের দেশের অন্যান্য জায়গায় এনেছিলেন তাদের কাছ থেকে।

১১ রাজা অর্তক্ষস্তের যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল এটি তারই একটি অনুলিপি:

আপনার ভৃত্য ফরাৎ নদীর পশ্চিম পারের প্রজাবর্গের কাছ থেকে:

১২ হে রাজা অর্তক্ষস্ত, আমরা আপনার কাছে বিনীত নিবেদন করতে চাই যে, যে সব ইহুদীদের আপনি এখানে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তারা শহর পুনর্নির্মাণ করতে চেষ্টা করছে। জেরুশালেমের বাসিন্দারা বরাবর অন্যান্য রাজাদের প্রতি বিদ্রোহ করে এসেছে। বর্তমানে ইহুদীরা শহরের ভিত নির্মাণ করছে ও দেওয়াল গাঁথছে।

১৩ হে মান্যবর, আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই যে শহরের চারপাশে দেওয়াল বানানোর কাজ শেষ হলেই কিন্তু জেরুশালেমের বাসিন্দারা আপনাকে কর প্রদান করা বন্ধ করবে এবং এতে রাজকোষের আর্থিক ক্ষতি হবে।

১৪ আমরা রাজার প্রতি অনুগত থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমরা এরকম একটি ঘটনা ঘটতে দিতে চাই না এবং আমরা এও মনে করি যে এসব কথা আপনাকে জানানো আমাদের কর্ত্তব্য।

১৫ রাজা অর্তক্ষস্ত, আপনাকে আমরা আপনার পূর্বে যে সব রাজাগন রাজত্ব করেছেন তাঁদের নথিপত্র পড়ে দেখতে পরামর্শ দিচ্ছি। ঐ নথিপত্রে দেখবেন জেরুশালেম সব সময়ই বহু রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। জেরুশালেমের বাসিন্দারা রাজা ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বহু অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। ঐ সব কারণবশতঃই এই শহরটি ধ্বংস হয়।

১৬ হে রাজাধিরাজ, আমরা আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই, জেরুশালেমের চারপাশের দেওয়াল যদি আবার গাঁথা
হয় তাহলে আপনি ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চল থেকে আপনার কর্তৃত্ব হারাতে বসবেন।
১৭ রাজা অর্তক্ষস্ত এদের চিঠির উত্তরে লিখলেন:
আমার শুভেচ্ছা নেবেন।
১৮ আপনাদের পাঠানো চিঠিটি আমাকে অনুবাদ করে পড়ে শোনানো হয়েছে। ১৯ আমি আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী
ভূতপূর্ব রাজাদের দলিল ও অন্যান্য তথ্যাদি অনুসন্ধানের নির্দেশ দিই। ২০ সেই সব লেখা পড়া হয় ও জানা যায় যে
দীর্ঘকাল থেকেই জেরুশালেম শহরের বাসিন্দারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসেছে। বিদ্রোহ এবং বিরোধিতার
সৃষ্টি করা এই শহরের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। জেরুশালেম ও ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলে বহু ক্ষমতাবান রাজগণ রাজত্ব
করে এসেছেন, এবং তাঁরা এই সমুদয় অঞ্চল থেকে করও পেয়েছেন।
২১ এখন, আমি পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপনারা ইহুদীদের জেরুশালেম শহরের চারপাশে দেওয়াল তোলার
কাজ বন্ধ করতে আদেশ করুন। ২২ দেখবেন, এই ব্যাপারে যেন কোন গাফিলতি না হয়। আমরা জেরুশালেম শহরকে
নতুন করে বানাতে দিতে পারি না, কারণ আমরা হয়ত এই শহর থেকে কর পাবো না।
২৩ রাজা অর্তক্ষস্তের চিঠিটির একটি অনুলিপি রহূম, শিমশয় এবং তাঁদের সঙ্গের লোকদের কাছে পড়ে শোনানো হল। তারপর
ঐ ব্যক্তিরা সোজা জেরুশালেমে ইহুদীদের কাছে গেলেন এবং ইহুদীদের নির্মাণ কার্য বন্ধ করতে বাধ্য করলেন।

মন্দির নির্মাণ করবার কাজ বন্ধ রইল

২৪ ফলস্বরূপ, জেরুশালেমে ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ হল। পারস্যের রাজা হিসেবে দারিয়াবসের রাজত্বের
দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল।

৫ ১ সেই সময় হগয় ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয় ভাববাদীদ্বয় প্রভুর নামে ভবিষ্যৎ বাণী করে জেরুশালেম ও যিহূদার লোকদের
উদ্দীপিত করতে লাগলেন। ২ তখন শল্টীয়েলের সন্তান সরুব্বাবিল ও যোষাদকের পুত্র যেশূয় আবার জেরুশালেমে মন্দির
নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। ঈশ্বরের সমস্ত ভাববাদীরা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁরা এই কাজ সমর্থন করছিলেন। ৩ তখন
ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের শাসক তত্তনয়, শথরবোষণয় ও তাঁদের অনুচরবর্গ, যাঁরা মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন
তাঁদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, "কার সম্মতিতে তোমরা আবার নতুন করে মন্দির বানাতে শুরু করেছ?" ৪ সরুব্বাবিলের
কাছেও যারা এই মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজে জড়িত ছিলেন তাঁদের নাম জানতে চাইলেন।
৫ কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং ইহুদী নেতাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। রাজা দারিয়াবসকে একটা খবর না পাঠানো পর্যন্ত তাদের
কাজ বন্ধ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজার কাছ থেকে উত্তর না আসা পর্যন্ত তারা কাজ চালিয়ে গেলেন।
৬ ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের শাসক তত্তনয়, শথর বোষণয় ও তাঁদের সঙ্গে প্রধান ব্যক্তিরা ৭ রাজা দারিয়াবসকে একটি
চিঠি পাঠালেন।
হে রাজা,
৮ আমরা যিহূদা অঞ্চলে গিয়েছিলাম এবং মহান ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেছি এবং দেখলাম যে, ইহুদীরা
বড় বড় পাথর ও কাঠের গুঁড়ি দিয়ে মন্দিরটি বানিয়ে চলেছে। আমাদের বিশ্বাস এই গতিতে কাজ হলে মন্দির নির্মাণের
কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে।
৯–১০ আমরা তাদের দলপতিদের কাছে, আপনাকে পাঠানোর জন্য ব্যক্তিদের নামের তালিকা চেয়েছিলাম এবং প্রশ্ন
করেছিলাম। আমরা এটাও জানতে চেয়েছিলাম যে কার অনুমতিতে তারা মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করছে।
১১ উত্তরে তারা বলল:
"আমরা স্বর্গ ও মর্ত্যের ঈশ্বরের দাস। আমরা মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করছি যেটি বহু বছর আগে ইস্রায়েলের এক
মহান রাজা বানিয়েছিলেন। ১২ আমাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরকে রুষ্ট করেছিল তাই ঈশ্বর নবূখদ্নিৎসরকে বাবিলের
রাজা করে পাঠিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষকে শাসন করবার জন্য। নবূখদ্নিৎসর এই মন্দিরটি ধ্বংস করে আমাদের
পূর্বপুরুষদের বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যান। ১৩ বাবিলে কোরসের প্রথম বছরের রাজত্বকালে তিনি এই মন্দির
পুনর্নির্মাণের জন্য আদেশ দেন। ১৪ অতঃপর রাজা কোরস সমস্ত সোনার ও রূপোর জিনিষ, যেগুলো জেরুশালেমের
মন্দির থেকে নবূখদ্নিৎসর দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর মূর্ত্তির মন্দিরে রাখা হয়েছিল, সেগুলো শেশ্বসরের হাত
দিয়ে ফেরৎ পাঠান।"
১৫ রাজা কোরস, শেশ্বসরকে রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং তাঁকে বললেন, "এইসব সোনা এবং রূপোর
জিনিষ নিয়ে যাও এবং জেরুশালেমের মন্দিরে পুনরায় রেখে দাও এবং মন্দিরটি পূর্বে যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই মন্দির
পুনর্নির্মাণ কর।"

১৬ শেশ্বসর তখন জেরুশালেমে এসে এই নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন; সেদিন থেকে আমরা এই ঈশ্বরের
মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ করে আসছি, কিন্তু আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি।
১৭ এখন রাজা যদি ইচ্ছা করেন, দয়া করে পুরানো নথিপত্র দেখতে পারেন, এটা প্রমাণ করবার জন্য যে, রাজা
কোরস সত্যি সত্যিই জেরুশালেমে ঈশ্বরের মন্দির পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না। অতঃপর তিনি যদি এ
বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা আমাদের একটি চিঠিতে জানান তাহলে আমরা বিশেষ বাধিত হব।

দারিয়াবসের আদেশ

৬ ১ তখন রাজা দারিয়াবস তাদের কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রাচীন রাজাদের নথিপত্র খুঁজে দেখার নির্দেশ দিলেন।
এই সমস্ত নথিপত্র বাবিলে কোষাগারে রক্ষিত হত। ২ ভালভাবে অনুসন্ধান করে (মাদীয় প্রদেশের অক্মথা) দুর্গে প্রাচীন
তুলোট কাগজে লেখা একটি সরকারি নথি পাওয়া গেল যাতে রাজা কোরস জেরুশালেমে মন্দির নির্মাণের জন্য আদেশ
দিয়েছিলেন।
নথিতে এইরূপে লেখা ছিল: ৩ কোরস তাঁর রাজা হওয়ার প্রথম বছরে জেরুশালেমের মন্দির সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
আদেশটি ছিল এইরূপ:
ঈশ্বরের জন্য মন্দিরটি আবার বানানো হোক্। এই মন্দিরে ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ নিবেদন করা হবে। এই মন্দিরের
ভিত্তি স্থাপন করা হোক্। মন্দিরটি ৯০ ফুট চওড়া ও উচ্চতায় ৯০ ফুট হবে। ৪ মন্দিরকে ঘিরে তিন সারি বড় পাথরের
দেওয়াল ও একসারি বড় কাঠের গুঁড়ির দেওয়াল থাকবে। মন্দির নির্মাণের ব্যয় বহন হবে রাজার কোষাগার থেকে।
৫ নবূখদ্নিৎসর যে সব সোনা এবং রূপো লুণ্ঠন করে বাবিলে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলি সব অবশ্যই ঈশ্বরের মন্দিরে
ফেরৎ পাঠাতে হবে।
৬ আমি, দারিয়াবস,
ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যপাল তত্তনয়কে, শথর-বোষণয়কে ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জেরুশালেম
থেকে সরে যেতে আদেশ দিচ্ছি। ৭ এই ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ করবার চেষ্টা করো না। কর্মীদের বিরক্ত করো
না। ইহুদীদের রাজ্যপাল এবং ইহুদীদের নেতারা আদিস্থানের ওপর মন্দির পুনর্নির্মাণ করুক।
৮ এখন আমি এই আদেশ করছি যে তোমরা এসব কাজ ইহুদী নেতাদের জন্য করবে, যারা মন্দির নির্মাণের কাজে
লিপ্ত। মন্দির নির্মাণের খরচ আসবে রাজার কোষাগার থেকে এবং ঐ অর্থ আসবে ফরাৎ নদীর পশ্চিম পারের অঞ্চলে
সংগৃহীত কর থেকে। এইসব নির্দেশগুলি তাড়াতাড়ি পালন কর যাতে কাজটি বন্ধ না হয়ে যায়। ৯–১০ স্বর্গের ঈশ্বরের
মন্দিরে উৎসর্গ করবার জন্য যা যা লাগবে সবই ওদের দাও। জেরুশালেমের যাজকদের যদি ষাঁড়, মেষ, পাঁঠা, এমন
কি গম, নুন, দ্রাক্ষারস অথবা তেল এসবের প্রয়োজন হয় তবে এসবই ওদের প্রত্যেক দিন দিও; এর যেন অন্যথা
না হয়। তাহলে তারা হয়ত স্বর্গের ঈশ্বরকে সুগন্ধ সম্বলিত হোম উৎসর্গ করবে এবং ঈশ্বরের কাছে আমার ও আমার
পুত্রদের জন্য প্রার্থনা করবে।
১১ আমি এও আদেশ দিচ্ছি, কেউ যদি এই আদেশ বদলে দেয় তবে তার বাড়ীর থেকে একটি কড়ি কাঠ খুলে নেওয়া
হবে, এবং সেই ব্যক্তিকে ঐ কড়ি কাঠে ফাঁসি দেওয়া হবে এবং তার বাড়ীটি ধ্বংস করে একটি বারোয়ারী শৌচালয়ে
পরিনত করা হবে।
১২ ঈশ্বর তাঁর নাম জেরুশালেমে রেখে দেবেন। কোন রাজা অথবা দেশ অথবা কেউ যদি এই আদেশ বদলাবার চেষ্টা
করে অথবা জেরুশালেমে মন্দির ধ্বংস করবার চেষ্টা করে তাহলে যেন ঈশ্বর তাদের পরাজিত ও ধ্বংস করেন।
আমি, দারিয়াবস এই আদেশ দিয়েছি। এই আদেশ অতি সৎত্বর এবং সম্পূর্ণভাবে পালন করা চাই।

মন্দির নির্মাণের সমাপ্তি ও উৎসর্গীকরণ

১৩ তখন ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যপাল তত্তনয়, শথর-বোষণয় ও তাঁর লোকরা রাজা দারিয়াবসের আদেশ তাড়াতাড়ি
ও পুরোপুরিভাবে মেনে নিলেন। ১৪ ইহুদীদের প্রবীণরা ভাববাদী হগয় ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়ের ভবিষ্যৎ বাণীর দ্বারা
অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়ে মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়ে গেলেন। ইস্রায়েলের ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে এবং পারস্যের
বিভিন্ন রাজা কোরস, দারিয়াবস এবং অর্তক্ষস্তের নির্দেশ পালন করে তাঁরা মন্দির নির্মাণের কাজে সাফল্যলাভ করেছিলেন।
১৫ দারিয়াবসের রাজত্বের ষষ্ঠ বছরের অদর মাসের তৃতীয় দিনে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল।
১৬ ইস্রায়েলের বাসিন্দারা মন্দির উৎসর্গীকরণের উৎসবটি আনন্দ সহকারে পালন করল। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়া সমস্ত
যাজকগণ ও লেবীয়রাও উৎসবে যোগদান করলেন।
১৭ ১০০টি ষাঁড়, ২০০ টি মেষ, ৪০০টি পুরুষ মেষশাবক বলি দিয়ে মন্দিরটিকে প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করা হল।
এছাড়াও ইস্রায়েলের পাপস্খালনের জন্য ১২টি ছাগল বলি দেওয়া হল। ইস্রায়েলের ১২টি পরিবারের প্রত্যেকটির জন্য

১২টি ছাগল উৎসর্গ করা হয়েছিল। ১৮ এরপর তারা জেরুশালেমের মন্দিরে ঈশ্বরের সেবার জন্য তাদের দল অনুযায়ী মোশির
পুস্তকে লিপিবদ্ধ নির্দেশ অনুযায়ী যাজকগণ ও লেবীয়দের বেছে নিলেন।

নিস্তারপর্ব

১৯ প্রথম মাসের চৌদ্দ দিনের মাথায় বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা ইহুদীরা নিস্তারপর্ব পালন করলেন। ২০ যাজক ও লেবীয়রা
সকলে পরিচ্ছন্ন হয়ে বিশেষ দিনটির জন্য প্রস্তুত হলেন। লেবীয়রা বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা ইহুদীদের সকলের জন্য,
তাঁদের নিজেদের জন্য এবং তাঁদের যাজক ভাইদের জন্য নিস্তারপর্বের উৎসর্গীকৃত মেষটিকে বলি দিলেন। ২১ এরপর বন্দীদশা
থেকে ইস্রায়েলে ফিরে আসা সকলে মিলে সেই মেষের মাংস গ্রহণ করলেন। ঐ শহরের অন্য লোকরাও ঐ দেশেরই বাসিন্দা
অন্য লোকদের অপবিত্রতা থেকে নিজেদের পবিত্র করে ঐ মেষের মাংস গ্রহণ করলেন। তাঁরা সকলে ঈশ্বরের সামনে
প্রার্থনা করার জন্য নিজেদের পবিত্র করলেন। ২২ এই সমস্ত ব্যক্তিরা সাতদিন ধরে মহানন্দে খামিরবিহীন রুটির উৎসব
পালন করলেন। ঈশ্বর তাদের সকলকে আনন্দিত করে তুললেন কারণ তিনি অশূররাজের মনোবৃত্তিতে পরিবর্তন এনেছিলেন
এবং তার ফলে অশূর-রাজ †তাঁদের ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

ইষ্রা জেরুশালেমে এলেন

৭ ১ এসব ঘটনা ঘটে যাবার পর, পারস্যের রাজা অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালে ইষ্রা বাবিল থেকে জেরুশালেমে এলেন। ইষ্রা
ছিলেন সরায়ের পুত্র। সরায় অসরিয়ের, অসরিয় হিল্কিয়ের, ২ হিল্কিয় শল্লুমের, শল্লুম সাদোকের, সাদোক অহীটূবের,
৩ অহীটূব অমরিয়ের, অমরিয় অসরিয়ের, অসরিয় মরায়োতের, ৪ মরায়োৎ সরহিয়ের, সরহিয় উষির, উষি বুক্কির পুত্র। ৫ বুক্কি
ছিলেন অবীশূয়ের পুত্র, অবীশূয় ছিলেন পীনহসের পুত্র, পীনহস ছিলেন ইলিয়াসরের পুত্র, এবং ইলিয়াসর ছিলেন প্রধান
যাজক হারোণের পুত্র।

৬ শিক্ষক ইষ্রা, বাবিল থেকে জেরুশালেমে এসেছিলেন। মোশির ঈশ্বরদত্ত অনুশাসন সম্পর্কে তাঁর সুগভীর বুযৎপত্তি ছিল।
রাজা অর্তক্ষস্ত ইষ্রাকে তাঁর অনুরোধ অনুসারে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়েছিলেন কারণ প্রভু ইষ্রার সঙ্গে ছিলেন।
৭ ইস্রায়েলের বহু মানুষ যেমন, যাজকগণ, লেবীয়গণ, গীতকারগণ, দ্বাররক্ষীগণ, প্রভৃতি ব্যক্তিরা ইষ্রার সঙ্গে ইস্রায়েলে
এসেছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তিরা রাজা অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালের সপ্তম বর্ষে জেরুশালেমে এসে পৌঁছেছিলেন। ৮ ইষ্রা
অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালের সপ্তম বর্ষের পঞ্চম মাসে এসেছিলেন। ৯ ইষ্রা ও তাঁর দল ওই বছরের প্রথম মাসে বাবিল ত্যাগ
করে এবং পঞ্চম মাসের প্রথম দিন জেরুশালেমে এসে উপস্থিত হন। ১০ ইষ্রা প্রভুর বিধিগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের
জন্য তাঁর জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করেন। তিনি ইস্রায়েলের লোকদের প্রভুর বিধি ও আদেশগুলি শেখাতে ও সম্পাদন
করাতে চেষ্টা করেছিলেন।

ইষ্রাকে রাজা অর্তক্ষস্তের চিঠি

১১ ইষ্রা ছিলেন একজন যাজক ও শিক্ষক যাঁর ইস্রায়েলের প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান
ছিল। রাজা অর্তক্ষস্ত ইষ্রাকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন:

১২ রাজা অর্তক্ষস্তের কাছ থেকে:
যাজক ইষ্রা, যিনি স্বর্গের প্রভুর বিধির একজন শিক্ষক,
তাঁকে রাজা অর্তক্ষস্তের অভিনন্দন!

১৩ আমি এই আদেশ দিচ্ছি: যে কোন ইস্রায়েলীয়, কোন যাজক অথবা যে কোন লেবীয় যারা আমার রাজত্বে বসবাস
করে, তারা কেউ যদি ইষ্রার সঙ্গে জেরুশালেমে যেতে চায় তো যেতে পারে।

১৪ ইষ্রা, তোমাকে আমি ও আমার সাতজন মন্ত্রীর দায়িত্ব দিলাম, তুমি অতি অবশ্য যিহূদা ও জেরুশালেমে গিয়ে
স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করবে, সেখানে তোমার ব্যক্তিবর্গ ঈশ্বরের বিধিগুলি কতদূর পালন করছে। আর সেই বিধি তো তোমার
সঙ্গেই আছে।

১৫ আমরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের জন্য তোমার সঙ্গে যে সোনা ও রূপো দিলাম, তুমি তা জেরুশালেমে ঈশ্বরের জন্য
নিয়ে যাবে। ১৬ এছাড়াও, তোমাকে যদি কেউ জেরুশালেমে ঈশ্বরের মন্দিরের জন্য উপহার দিতে চায় এবং তোমার
লোকেদের এবং বাবিলের যে কোন প্রদেশে বসবাসকারী যাজকগণ ও লেবীয়দের সব উপহারও তোমাকে সংগ্রহ করে
নিয়ে যেতে হবে।

---

†৬:২২ অশূর-রাজ এটির অর্থ সম্ভবতঃ পারস্যের রাজা দারিয়াবস।

১৭–২০ এই সমস্ত অর্থ দিয়ে তুমি বৃষ, মেষ ও মেষশাবক এবং শস্য ও পানীয় কিনবে। অতঃপর জেরুশালেমে ঈশ্বরের
মন্দিরের বেদীতে এই সমস্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে। তুমি এবং অন্যান্য ইহুদীরা বাকী সোনা ও রূপো যেমন খুশী খরচ
করতে পারো, কিন্তু এমনভাবে খরচ করবে যাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। এ সমস্ত জিনিষ জেরুশালেমে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে
যাবে। এগুলো সব প্রভুর উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হবে। এছাড়া মন্দিরের প্রয়োজনে আর যা কিছু লাগবে, রাজকোষ
থেকে অর্থ চেয়ে কিনে নেবে।
২১ আমি, রাজা অর্তক্ষস্ত, ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের যেসব ব্যক্তিবর্গের কাছে রাজকোষের অর্থ থাকে, তাদের নির্দেশ
দিচ্ছি, ইষ্রার যখন যা অর্থের প্রয়োজন হয় তা যেন তাঁকে দেওয়া হয় কারণ তিনি যাজক ও স্বর্গের ঈশ্বরের বিধিগুলির
একজন শিক্ষক। ২২ আপাতত তাঁকে ৩ ৩/৪ টন রূপো, ৬০০ বুশেল গম, ৬০০ গ্যালন দ্রাক্ষারস, ৬০০ গ্যালন জলপাই
তেল ও পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ দেওয়া হোক্। ২৩ স্বর্গের ঈশ্বর ইষ্রাকে যা কিছু নিতে আদেশ দিয়েছেন তা যেন তাঁকে
যত দ্রুত সম্ভব দেওয়া হয়। আমি আমার সন্তান ও রাজত্বের বিরুদ্ধে স্বর্গের ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না, সুতরাং
প্রভুর মন্দিরের জন্য এইসব নির্দেশগুলি যেন পালন করা হয়।
২৪ হে আমার দেশবাসীগণ, আমি তোমাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে যাজকগণ, লেবীয়গণ, গায়ক, দ্বাররক্ষী,
মন্দিরের সেবাদাস ও ঈশ্বরের মন্দিরের অন্য যে কোন কর্মীর কাছ থেকে কর গ্রহণ অবৈধ। রাজাকে সম্মান দেখানোর
জন্য প্রভুর দাসদের কোন কর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ২৫ হে ইষ্রা, ঈশ্বর ও তাঁর বিধি সম্পর্কে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান
আছে। সুতরাং ফরাৎ নদীর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদের বিচার ব্যবস্থা ও শাসনকর্ম দেখার জন্য, আমি তোমাকে তোমার
পছন্দ অনুযায়ী শাসনকর্তা ও বিচারকবর্গ নিয়োগের ক্ষমতা দিলাম। ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ তোমার প্রভুর বিধি অনুযায়ী এই
অঞ্চলের বিচারবিভাগীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদন করবেন। ২৬ এমন কেউ যদি থাকেন, যে ঈশ্বরের বিধি সম্পর্কে
অবগত নয় তাহলে ঐ বিচারকবর্গ তাকে ঈশ্বরের বিধি সম্পর্কে শিক্ষা দান করবে। কোন ব্যক্তি যদি বিধিগুলি লঙ্ঘন
করে, তাহলে তাকে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন বা কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হবে বা জরিমানা করা
হবে।

ইষ্রা ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন

২৭ প্রভু মহিমাময়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর! জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের জন্য ঈশ্বর
রাজার হৃদয়ে তাঁর অভিলাষ স্থাপন করলেন। ২৮ রাজা তাঁর মন্ত্রীবর্গ ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে প্রভু আমার প্রতি তাঁর
সত্যিকারের ভালবাসা অভিব্যক্ত করেছিলেন। প্রভু আমার সহায় হয়েছিলেন এবং তাই আমি সাহসী হয়ে আমার সঙ্গে
জেরুশালেমে ফিরে যাবার জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত নেতাদের একত্রিত করেছিলাম।

ইষ্রার সঙ্গে প্রত্যাবর্তনকারী নেতাদের তালিকা

৮ ১ রাজা অর্তক্ষস্তের রাজত্বকালে যে সব পরিবারের প্রধানরা আমার সঙ্গে বাবিল থেকে জেরুশালেমে এসেছিলেন নীচে
তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হল:
২ পীনহসের উত্তরপুরুষদের মধ্যে: গের্শোম; ঈথামরের উত্তরপুরুষদের মধ্যে: দানিয়েল; দায়ূদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে: হটূশ,
৩ শখনিয়ের উত্তরপুরুষদের মধ্যে পরোশ, সখরিয় ও আরো ১৫০ জন পুরুষ;
৪ পহৎ মোয়াবের উত্তরপুরুষদের মধ্যে সখরিয়র পুত্র ইলীয়ৈনয় ও আরো ২০০ জন পুরুষ;
৫ জত্তুর উত্তরপুরুষদের মধ্যে মহসীয়েলের সন্তান শখনিয় ও আরো ৩০০ জন পুরুষ;
৬ আদীনের উত্তরপুরুষদের মধ্যে যোনাথনের পুত্র এবদ ও আরো ৫০ জন পুরুষ;
৭ এলমের উত্তরপুরুষদের মধ্যে অথলিয়ের পুত্র যিশায়াহ ও আরো ৭০ জন পুরুষ;
৮ শফটিয়ের উত্তরপুরুষদের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সবদিয় ও আরো ৮০ জন পুরুষ;
৯ যোয়াবের উত্তরপুরুষদের মধ্যে যিহিয়েলের পুত্র ওবদিয় ও আরো ২১৮ জন পুরুষ;
১০ বানির উত্তরপুরুষদের মধ্যে যোষিফিয়ের পুত্র শলোমীত ও আরো ১৬০ জন পুরুষ;
১১ বেবয়ের উত্তরপুরুষদের মধ্যে বেবয়ের পুত্র সখরিয় ও আরো ২৮ জন পুরুষ;
১২ অস্গদের উত্তরপুরুষদের মধ্যে হকাটনের পুত্র যোহানন ও আরো ১১০ জন পুরুষ;
১৩ অদোনীকামের শেষ উত্তরপুরুষদের মধ্যে ইলীফেলট, যিয়ূয়েল, শময়িয় ও আরো ৬০ জন পুরুষ,
১৪ এবং বিগ্বয়ের উত্তরপুরুষদের মধ্যে ঊথয়, সব্বূদ ও তার সঙ্গী ৭০ জন পুরুষ।

জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তন

১৫ আমি এই সমস্ত ব্যক্তিদের অহবা-গামিনী নদীর কাছে জড় হতে বলেছিলাম। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে আমরা তিন দিন
ছিলাম। আমি কয়েকজন যাজককে সেখানে দেখলাম, কিন্তু কোন লেবীয়কে নয়। তাই আমি ১৬ ইলীয়েষর, অরীয়েল, শময়িয়,
ইল্নাথন, যারিব, ইল্নাথন, নাথন, সখরিয় ও মশুল্লম প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে এবং ১৭ যোয়ারীব ও ইল্নাথন নামে দুজন শিক্ষককে
ডেকে কাসিফিয়া নগরের প্রধান ইদ্দোরের কাছে তাঁকে ও তাঁর লোকদের কি বলতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যাতে
ইদ্দো আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরে কাজ করার মত কিছু সহকারী পাঠাতে পারেন। ১৮ যেহেতু ঈশ্বর আমাদের সহায় ছিলেন
ইদ্দো নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আমাদের কাছে পাঠালেন: মহলির উত্তরপুরুষ শেরেবিয় (মহলি ছিলেন একজন লেবি। লেবি ছিল
ইস্রায়েলের সন্তান) শেরেবিয়র সঙ্গে তার পুত্ররা এবং ভাইরা মোট ১৮ জন পুরুষ এসেছিল। ১৯ হশবিয় ও তার সঙ্গে মরারির
সন্তান যিশায়াহ এবং তাদের ভাইরা ও ছেলেরা, মোট ২০ জন পুরুষ। ২০ তারা ২২০ জন মন্দির কর্মীও পাঠিয়েছিল। (তাদের
পূর্বপুরুষরা লেবীয়দের সাহায্য করবার জন্য দায়ূদ ও তাঁর কর্মচারীবর্গদ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের নাম তালিকা ভুক্ত
ছিল।)

২১ অহবা নদীর কাছে আমি ঘোষণা করলাম, ঈশ্বরের কাছে আমাদের বিনীত প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা সকলে উপবাস
করব। ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের এবং আমাদের বিষয় সম্পত্তির নিরাপদ যাত্রার জন্য
প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। ২২ আমি আমাদের নিরাপত্তার জন্য রাজার কাছ থেকে আমাদের সঙ্গে আসবার জন্য সৈন্য ও
অশ্বারোহী চাইতে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করেছিলাম। কারণ আমরা রাজাকে বলেছিলাম, "যারা প্রভুতে বিশ্বাস করে ও তাঁর
প্রতি আস্থা রাখে, আমাদের প্রভু সদা তাদের সহায় হন। কিন্তু যেসব ব্যক্তি তাঁর থেকে দূরে সরে যায় ঈশ্বর তাদের প্রতি
ক্রুদ্ধ হন।" ২৩ আমরা তাই উপবাস করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম এবং তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেছিলেন।

২৪ এরপর আমি যাজকদের মধ্যে থেকে শেরেবিয়, হশবিয় যারা নেতৃস্থানীয় ছিল ও তাদের ১০ জন ভাই প্রমুখ মোট ১২
জন যাজককে বেছে নিয়েছিলাম। ২৫ রাজা অর্তক্ষস্ত, তাঁর উপদেষ্টাগণ, তাঁর প্রধানরা এবং বাবিলের সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা
সেই উপহারগুলি ঈশ্বরের মন্দিরের জন্য দিলেন। এবং বাবিলের লোকদের কাছ থেকে আমরা সব সোনা এবং রূপো ওজন
করে, মন্দিরের কাজের জন্য ঐ বারো জনকে দিলাম। ২৬ সব মিলিয়ে ২৫ টন রূপো, ৩ ৩/4 টন রূপোর থালা ও ৩ ৩/4 টন
সোনা ছিল। ২৭ এছাড়াও আমরা প্রায় ১৯ পাউণ্ড ওজনের ২০টি সোনার বাসন ও দুর্মূল্য ২টি পিতলের থালা দিয়েছিলাম এবং
বলেছিলাম, ২৮ "তোমরা প্রভুর কাছে পবিত্র। এই সামগ্রীগুলিও প্রভুর কাছে পবিত্র। এই সমস্ত সোনা এবং রূপো লোকরা
প্রভুকে দান করেছিল, সেই প্রভু, যিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর। ২৯ যাও এই সমস্ত বস্তু রক্ষা কর। জেরুশালেমে প্রভুর
মন্দিরের নেতৃবর্গকে দেওয়ার আগে পর্যন্ত এই সমস্ত সম্পদের দায়িত্ব তোমাদের। ইস্রায়েলের প্রধান পরিবারবর্গের নেতা ও
লেবীয়দের হাতে এই সমস্ত কিছু তুলে দেবে। তারা ওজন করে এই সমস্ত জিনিস জেরুশালেমে প্রভুর মন্দিরের ঘরের ভেতরে
তুলে রাখবেন।"

৩০ তখন যাজক ও লেবীয়রা, জেরুশালেমের মন্দিরের জন্য ইষ্রার দেওয়া সামগ্রীগুলি গ্রহণ করল।

৩১ প্রথম মাসের দ্বাদশ দিনে আমরা অহবা নদীর কাছ থেকে জেরুশালেম অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। ঈশ্বর আমাদের
সহায় ছিলেন। তিনি আমাদের পথে শত্রুদের ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। ৩২ এরপর আমরা জেরুশালেমে পৌঁছলাম।
সেখানে তিন দিন বিশ্রাম নিলাম। ৩৩ চতুর্থ দিন আমরা মন্দিরে গেলাম এবং দুর্মূল্য বস্তুগুলি ওজন করে যাজক ঊরীয়ের পুত্র
মরেমোতকে দিলাম। মরেমোতের সঙ্গে পীনহসের পুত্র ইলিয়াসর এবং যেশূয়ের পুত্র যোষাবদ ও বিন্নূয়ির পুত্র নোয়দিয়
নামে দুই লেবীয় ছিল। ৩৪ আমরা সামগ্রীগুলি ওজন করে মোট ওজনের পরিমাণ নথিভুক্ত করেছিলাম।

৩৫ এরপর, যে সব ইহুদীরা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল, তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে হোমবলি নিবেদন করল। তারা
ইস্রায়েলের মঙ্গলের জন্য ১২টি বৃষ, ৯৬টি মেষ, ৭৭টি মেষশাবক ও পাপমোচনের জন্য ১২টি পুরুষ ছাগলও বলিদান করল।

৩৬ এরপর আমরা ফরাৎ নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রাদেশিক নেতাদের ও রাজ্যপালদের হাতে রাজার চিঠিটি তুলে দিলাম।
তারপর এই সমস্ত নেতারা ইস্রায়েলের বাসিন্দা ও মন্দিরের সহায়তা করেন।

অইহুদীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাহ

৯ ১ এসব হয়ে যাবার পর ইস্রায়েলীয় লোকদের নেতারা আমাকে এসে বললেন, "ইষ্রা, ইস্রায়েলের লোকরা এখানে
বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেদের পৃথক রেখে বাস করেনি। ইস্রায়েলীয়রা কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়,
যিবূষীয়, অম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিশরীয় এবং ইমোরীয় প্রভৃতি অন্য জাতির লোকদের অসৎ কার্যকলাপে প্রভাবিত। ২ এইভাবে
তারা অন্য বংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইস্রায়েলীয় বিশেষ জন বলে গণ্য হবার কথা, কিন্তু এখন অন্তর্বিবাহের দরুণ
তাদের অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রণ হয়েছে। ইস্রায়েলের নেতৃবর্গ ও প্রশাসকরাই এই ধরণের বিয়ে করে অপরাপরদের কাছে
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।" ৩ আমি যখন একথা জানতে পারলাম, তখন দুঃখ প্রকাশ করবার জন্য আমি আমার পোশাক, চুল,

দাড়ি ছিঁড়ে ফেললাম, এবং বিষণ্ন ও অত্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লাম। ৪ তখন ধর্মভীরু সমস্ত ব্যক্তি ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। ওরা ভয় পেয়েছিল কারণ বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করে যেসব ইহুদীরা ফিরে এসেছিল, তারা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ছিল না। ক্ষুব্ধ ও বিমূঢ় অবস্থায় আমি বৈকালিক উৎসর্গ অনুষ্ঠান পর্যন্ত বসে থাকলাম। ওই সমস্ত ব্যক্তিরা আমার চারপাশে জড়ো হল।

৫ আমি যতক্ষণ ওখানে বসেছিলাম, নিজেকে যতদূর সম্ভব লজ্জিত দেখাতে চেষ্টা করছিলাম। এরপর বৈকালিক প্রার্থনার সময় আমি উঠে দাঁড়ালাম। নোংরা ও ছেঁড়া পরিধেয় সহ আমি হাঁটু গেড়ে বসে, দুহাত প্রসারিত করে আমার ৬ প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বললাম:

"হে আমার ঈশ্বর, তোমার দিকে ফিরে তাকাতেও আমি লজ্জা বোধ করছি। আমি লজ্জিত কারণ আমাদের পাপকর্ম আমাদের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের অপরাধ স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে। ৭ আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা বহু পাপে পাপী। আমাদের পাপের জন্য আমাদের রাজাদের, যাজকদের এবং আমাদের শাস্তিভোগ করতে হয়েছে। বিভিন্ন বিদেশী শাসক আমাদের লুঠ করে আমাদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে। ঐ বিদেশী আক্রমণকারীরা আমাদের সম্পদ লুঠ করেছে। আজ পর্যন্ত সেই একই পুরানো ঘটনা ঘটে চলেছে।

৮ "কিন্তু এখন অল্প সময়ের জন্য তুমি আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছ। তুমি আমাদের বন্দী ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে কয়েক জনকে এই পবিত্রস্থানে এসে বাস করার সুযোগ করে দিয়েছ। প্রভু, তুমি আমাদের দাসত্ব থেকে এক নতুন জীবন দান করেছ। ৯ হ্যাঁ, আমরা দাস ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের দাস থাকতে দেবে না বলে পারস্যের রাজাদের দয়ালু করে আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ প্রকাশ করেছ। তোমার মন্দিরটি যেটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেটি গড়বার জন্য তুমি আমাদের নবজীবন দান করেছ। যিহূদা ও জেরুশালেমকে রক্ষার্থে তুমি আমাদের একটি দেওয়াল তুলতে সাহায্য করেছ।

১০ "হে ঈশ্বর, তোমাকে আমরা আর কি বলতে পারি? আমরা আবার তোমার প্রতি অবাধ্য হয়েছি। ১১ হে ঈশ্বর, তুমি তোমার ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের আদেশ করেছ: 'যে ভূখণ্ডতে তোমরা আপনজ্ঞানে থাকতে চলেছ সেটি ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ভূখণ্ডটি এখানে বসবাসকারী বাসিন্দাদের অসৎ কর্মের জন্য ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। এখানকার বাসিন্দারা এই ভূখণ্ডকে অপবিত্র করেছে। ১২ অতএব, ইস্রায়েলের লোকরা, তোমরা যেন তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের ওই সব লোকদের সন্তান-সন্ততিকে বিয়ে করতে দিও না। ওদের সঙ্গে কথাও বলো না। আমার আদেশ শুনলে তোমরা বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে এবং এই ভূখণ্ডের যাবতীয় ভালো জিনিষ উপভোগ করতে পারবে এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের হাতে এই ভূখণ্ডটি তুলে দিতে পারবে।'

১৩ "আমরা নিজেরাই এই অবস্থার জন্য দায়ী। আমরা পাপ আচরণ করেছি এবং আমরা অপরিসীম দোষী। কিন্তু তুমি আমাদের অনেক কম দণ্ডে দণ্ডিত করেছ। আমাদের অনেক মারাত্মক পাপের জন্য আমাদের খুব কঠিন শাস্তি প্রাপ্য ছিল। তা সত্ত্বেও তুমি আমাদের কয়েক জনকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছ। ১৪ অতএব তোমার আদেশ আমাদের অমান্য করা উচিৎ নয়। আমাদের ওই সমস্ত লোকদের সঙ্গে অন্তর্বিবাহ করা উচিৎ নয় যারা খারাপ কাজ করে। আমরা জানি যে আমরা যদি ওদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক চালিয়ে যাই, তাহলে, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের ওপর খুব রেগে যাবে এবং যতদিন না সমস্ত ইস্রায়েলীয় নির্বংশ হবে তত দিন আমাদের ধ্বংস করবে।

১৫ "হে প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি এত ভালো যে আমরা এত দোষ করা সত্ত্বেও তুমি আমাদের কয়েক জনকে বেঁচে থাকতে দিয়েছ। আমরা দোষী, তাই সে কারণে আমাদের কারোরই তোমার সামনে দাঁড়াবার কথা নয়।"

লোকরা তাদের পাপ স্বীকার করল

১০ ১ প্রভুর মন্দিরের সামনে কাঁদতে কাঁদতে ইষ্রা প্রার্থনা করছিলেন ও দোষ স্বীকার করছিলেন। সেই সময়ে বহু ইস্রায়েলীয় নারী, পুরুষ ও শিশু তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছিল। তারাও কাঁদছিল। ২ তখন এলামের একজন উত্তরপুরুষ যিহীয়েলের পুত্র শখনিয়, ইষ্রাকে বলল, "আমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছি এবং আমাদের আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য জাতির বংশের লোকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছি, তবুও আমার মনে হয় এখনো ইস্রায়েলের সব আশা হারিয়ে যায়নি। ৩ এখন আমরা ঈশ্বরের সামনে একটি চুক্তি করি যে এইসব বিজাতীয় স্ত্রীলোক ও তাদের সন্তানদের আমরা ফেরৎ পাঠিয়ে দেব। ইষ্রার উপদেশ মেনে চলবার জন্য ও যেসব ব্যক্তি আমাদের ঈশ্বরের প্রতি আস্থাবান তাঁদের অনুসরণ করবার জন্য আমরা এই কাজ করব এবং আমরা ঈশ্বরের বিধান মেনে চলবো। ৪ ইষ্রা, আপনি উঠে দাঁড়ান এবং শক্ত হোন। ঈশ্বরের বিধির প্রতি আমাদের আস্থাবান করে তোলার যে ব্রত আপনি নিয়েছেন তা সফল করে তুলতে আমরা আপনাকে সহায়তা করব।"

৫ ইষ্রা উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী প্রধান যাজকগণ, লেবীয় ও ইস্রায়েলের বাসিন্দাদের শপথ গ্রহণ করালেন। ৬ এরপর ইষ্রা ইলিয়াশীবের পুত্র যিহোহাননের ঘরে প্রবেশ করলেন। যেটুকু সময় ইষ্রা ওখানে ছিলেন, উনি কোন খাবার খেলেন না বা কিছু পান করলেন না, কারণ প্রত্যাগত বন্দীদের ঈশ্বরের বিধির প্রতি অনাস্থা বশতঃ তিনি তখনও দুঃখিত ও

শোকসন্তপ্ত ছিলেন। ৭ অতঃপর তিনি ইহুদী ও জেরুশালেমের সর্বত্র একটি বার্তা পাঠালেন। সেই বার্তায় তিনি বন্দীত্ব থেকে
মুক্তি লাভ করা সমস্ত ইহুদীদের জেরুশালেমে এসে সমবেত হতে বললেন। ৮ যে সব ব্যক্তি তিনদিনের মধ্যে এসে উপস্থিত
হবে না তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সেই ব্যক্তিকে সে যে দলের সঙ্গে বাস করে তার থেকেও বহিষ্কার করা হবে।
প্রধান আধিকারিক ও নেতৃবৃন্দরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

৯ তিন দিনের মধ্যে ইহুদী ও বিন্যামীনের পরিবারের সমস্ত ব্যক্তি জেরুশালেমে জড়ো হল। এবং নবম মাসের কুড়ি দিনের
মাথায় তারা মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হল। তারা সকলে এই সমাবেশের কারণে ও প্রবল বর্ষণের জন্য কাঁপছিল। ১০ তখন
ইষ্রা উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই সমাবেশকে সম্ভাষণ করলেন, "তোমরা সকলে ঈশ্বরের বিধি অমান্য করে তাঁর প্রতি অনাস্থা
দেখিয়েছিলে এবং তোমরা বিজাতীয় নারীদের বিয়ে করে ইস্রায়েলকে আরো দোষী করেছ। ১১ এখন তোমরা ঈশ্বরের সামনে
তোমাদের পাপ স্বীকার করো। প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, তাঁর বিধি তোমাদের অবশ্য পালনীয়। এই ভূখণ্ডে
তোমাদের আশেপাশের বিজাতীয় ব্যক্তি বর্গের সঙ্গে তোমরা সমস্ত রকম সম্পর্ক ত্যাগ কর এবং তোমাদের বিদেশী স্ত্রীদের
থেকে তোমরা নিজেদের আলাদা করে নাও।"

১২ তখন ওখানে সমবেত সমস্ত ব্যক্তি সমস্বরে চিৎকার করে ইষ্রাকে বলল: "আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যা বলছেন
তা আমাদের অবশ্যই পালন করা উচিৎ। ১৩ এখানে অনেক ব্যক্তি আছে আর এই বৃষ্টির মধ্যে আমাদের পক্ষে বাইরে থাকা
সম্ভব নয়। এই সমস্যাটির সমাধানও দু-একদিনের মধ্যে সম্ভব নয় কারণ আমরা গুরুতর পাপ আচরণ করেছি। ১৪ আমাদের
নেতারাই আমাদের পুরো দলের জন্য এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক। তারপর তাদের বিদেশী স্ত্রীলোকদের, যাদের তারা বিয়ে
করেছিল, তাদের ফেরৎ পাঠাবে, তারা তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেরুশালেমে আসবে। প্রতিটি শহর থেকে প্রধান নেতারা
এবং বিচারকগণ ঐ লোকদের সঙ্গে আসবেন। তাঁরা এরকম করে যাবেন যতক্ষণ না সবাই এসে যাবে। তাহলে ঈশ্বর আমাদের
প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে বিরত হবেন।"

১৫ অসাহেলের পুত্র যোনাথন, তিক্বের পুত্র যহসিয়, মশুল্লম ও লেবীয় শব্বথয় এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল।

১৬ অতঃপর জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তনকারী ইহুদীরা পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করতে সম্মত হল। যাজক ইষ্রা পরিবার
নেতাদের বেছে নিলেন, প্রতিটি পরিবারবর্গ থেকে একটি করে মানুষের নাম বাছা হল এবং তাঁরা দশম মাসের প্রথম দিনে
একত্র হয়ে প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করলেন। ১৭ দশম মাসের প্রথম দিনে ওই বাছাই করা ব্যক্তিগণ যে সব লোকরা অন্তর্বিবাহ
করেছে তাদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করবার জন্য একসঙ্গে বসলেন।

বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা ব্যক্তিদের তালিকা

১৮ নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যে সব যাজক বিদেশী স্ত্রীলোকদের বিবাহ করেছিল, তাদের উত্তরপুরুষ:
যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় ও তার ভাইরা মাসেয়, ইলীয়েষর, যারিব ও গদলিয়। ১৯ এঁরা সকলে তাঁদের স্ত্রীদের পরিত্যাগ
করতে সম্মত হলেন। তারপর তাঁরা পাপস্খালনের বলিদানের জন্য একটি করে মেষও উৎসর্গ করেছিলেন।
২০ হনানি ও সবদিয় ছিল ইম্মেরের পুত্র।
২১ হারীমের উত্তরপুরুষদের মধ্যে মাসেয়, এলিয়, শময়িয়, যিহীয়েল ও উষিয়;
২২ পশহূরের উত্তরপুরুষদের মধ্যে: ইলিয়ৈনয়, মাসেয়, ইশ্মায়েল, নথনেল, যোষাবদ ও ইলিয়াসা;
২৩ লেবীয়দের মধ্যে:
যোষাবদ, শিমিয়ি ও কলায় বা কলীট, পথাহিয়, যিহূদা ও ইলিয়েষর;
২৪ গায়কদের মধ্যে ইলীয়াশীব;
দ্বারপালদের মধ্যে শল্লুম, টেলম ও উরি;
২৫ ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে:
পরিয়োসের উত্তরপুরুষদের মধ্যে রমিয়, যিষিয়, মল্কিয়, মিয়ামীন, ইলিয়াসর, মল্কিয় ও বনায়;
২৬ এলমের পুত্রদের মধ্যে মত্তনিয়, সখরিয়, যিহীয়েল, অব্দি, যিরেমোৎ ও এলিয়।
২৭ সত্তূর পুত্রদের মধ্যে ইলিয়ৈনয়, ইলিয়াশীব, মত্তনিয়, যিরেমোৎ, সাবদ ও অসীসা;
২৮ বেবয়ের পুত্রদের মধ্যে যিহোহানন, হনানিয়, সব্বয় ও অৎলয়;
২৯ বানির পুত্রদের মধ্যে মশুল্লম, মল্লূক, অদায়া, যাশূব, শাল ও যিরমোৎ।
৩০ পহৎ—মোয়াবের পুত্রদের মধ্যে অদ্দন, কলাল, বনায়, মাসেয়, মত্তনিয়, বৎসলেল, বিন্নূয়ী ও মনঃশি;
৩১ হারীমের পুত্রদের মধ্যে ইলিয়েষর, যিশিয়, মল্কিয়, শময়িয়, শিমিয়োন, ৩২ বিন্যামীন, মল্লূক, শমরিয়;
৩৩ হশূমের পুত্রদের মধ্যে মত্তনয়, মত্তত্ত, সাবদ, ইলীফেলট, যিরেময়, মনঃশি ও শিমিয়ি;
৩৪ বানির পুত্রদের মধ্যে মাদয়, অম্রাম, উয়েল, ৩৫ বনায়, বেদিয়া, কলূহূ, ৩৬ বনিয়, মরেমোৎ, ইলিয়াশীব, ৩৭ মত্তনিয়,
মত্তনয় এবং যাসয়,

৩৮ বিন্নূয়ীর পুত্রদের মধ্যে শিমিয়ি, ৩৯ শেলিমিয়, নাথন, অদায়া, ৪০ মকদ্বয়, শাশয়, শারয়, ৪১ অসরেল, শেলিমিয়, শমরিয়,
৪২ শল্লুম, অমরিয় এবং যোষেফ;
৪৩ নবোর উত্তরপুরুষদের মধ্যে যিয়ীয়েল, মত্তিথিয়, সাবদ, সবীনঃ, যাদয় যোয়েল ও বনায়।
৪৪ এরা সকলেই বিদেশী স্ত্রীলোকদের বিবাহ করেছিল এবং এদের মধ্যে অনেকের স্ত্রী-ই সন্তানদের জন্ম দিয়েছিল।